তারিখ 3.1. DEC. 2017
পৃষ্ঠা ৩৫ কলাম 2

যুগান্তর

ভালো ফলে উচ্ছ্বসিত শিক্ষার্থীরা

যুগান্তর ডেস্ক

সারা দেশে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। শনিবার সব শিক্ষা বোর্ডের জেএসসি-পিইসিসহ জেডিসি ও ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনীর ফল প্রকাশ করা হয়। জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষায় এবার সব সূচকেই গতবারের চেয়ে ফলাফল খারাপ হয়েছে। এবার জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষায় গড় পাসের হার ৮৩ দশমিক ৬৫ শতাংশ; যা গতবার ৯৩ দশমিক ০৬ শতাংশ ছিল। এদিকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে পাসের হার ৯৫ দশমিক ১৮ শতাংশ ও ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনীতে ৯২ দশমিক ৯৪ শতাংশ। গতবারের তুলনায় প্রাথমিকে পাসের হার কমেছে ৩ দশমিক ৩৩ শতাংশ ও ইবতেদায়িতে কমেছে ২ দশমিক ৯১ শতাংশ। যুগান্তর ব্যুরো ও প্রতিনিধিরা জানান—

সোনারগাঁ : নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলায় এ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) পরীক্ষার পাসের হার ৯৭ দশমিক ৭৭ ও জেএসসিতে পাসের হার ৬৬ দশমিক ৬৬ ভাগ এবং মাদ্রাসা বোর্ডের ইবতেদায়ি পরীক্ষায় পাসের হার ২৯ দশমিক ৪২ ভাগ। সোনারগাঁ উপজেলা মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। জানা গেছে, এবার উপজেলায় পিইসি পরীক্ষায় মোট ৭ হাজার ৭৯৬ জন পরীক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করেছে। যাদের মধ্যে কৃতকার্য হয়েছে ৭ হাজার ২৮১ জন। জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ হাজার ৩০ জন। পাসের হার ৯৭ দশমিক ৭৭ ভাগ। অপরদিকে জেএসসিতে মোট ৬ হাজার ৩৬২ জন অংশ গ্রহণ করে। এর মধ্যে কৃতকার্য হয়েছে ৪ হাজার ২৪১ জন। জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৩৬ জন। পাসের হার ৬৬ দশমিক ৬৬ ভাগ। এছাড়া ইবতেদায়িতে মোট পরীক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করেছে ৫০৩ জন। এর মধ্যে কৃতকার্য হয়েছে ৪৮৫ জন। জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৫ জন। পাসের হার ৯৫ দশমিক ৪২ ভাগ।

লৌহজং : চলতি বছরের জেএসসি পরীক্ষায় লৌহজং উপজেলায় জিপিএ-৫ পেয়েছে ৭১ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে কলমা লক্ষীকান্ত উচ্চবিদ্যালয় থেকে ২১ জন, খিদিরপাড়া উচ্চবিদ্যালয় থেকে ৭ জন, হারিদিয়া উচ্চবিদ্যালয় থেকে ৭ জন, পয়সা উচ্চবিদ্যালয় থেকে ৩ জন, নওপাড়া উচ্চবিদ্যালয় থেকে ৯ জন, লৌহজং বালিকা উচ্চবিদ্যালয় থেকে একজন, লৌহজং পাইলট উচ্চবিদ্যালয় থেকে ৭ জন, ব্রাহ্মণগাঁও উচ্চবিদ্যালয় থেকে একজন, কাজির পাগলা জেসি ইন্সটিটিউট থেকে পেয়েছে দু'জন শিক্ষার্থী ও মেদিনীমণ্ডল উচ্চবিদ্যালয় থেকে ৯ জন শিক্ষার্থীসহ মোট ৭১ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে। অপরদিকে চলতি বছরের পিএসসি পরীক্ষায় লৌহজং উপজেলায় মোট ২১২ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে। এর মধ্যে ৭৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে পাসের হার ৯৮ ভাগ। এর মধ্যে উত্তর দিঘলী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাসের হার শতভাগ।

ময়মনসিংহ ব্যুরো : প্রাথমিক সমাপনীতে ময়মনসিংহ জেলায় ১ লাখ ৮ হাজার ৩২ জন শিক্ষার্থীর মাঝে পাস করেছে ৯৩ হাজার ৫৩২ এবং জিপিএ-৫ পেয়েছে ৮ হাজার ৩২ জন। পাসের হার ৯২.৩২ শতাংশ। এছাড়া জেএসসি পরীক্ষায় ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ থেকে ৫০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে সবাই জিপিএ-৫ পেয়েছে। বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২৯৫ জন, জিলা স্কুল থেকে ২৬২ জন, গভ. ল্যাবরেটরি হাই স্কুল থেকে ৮৯ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে।

বগুড়া ব্যুরো : বগুড়ায় পিইসি পরীক্ষায় ৫৩ হাজার ৫১১ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৫১ হাজার ৬৬১ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। ফেল করেছে ১ হাজার ৮৫০ জন। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৮ হাজার ১৯৯ জন। অপরদিকে ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ৭ হাজার ১৪৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ৭ হাজার ৪৮ জন। ফেল করেছে ১০১ জন। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩৬৮ জন ও জিপিএ-৪ পেয়েছে ২ হাজার ২৭১ জন। পাসের হার শতকরা ৯৮ দশমিক ৫৮ ভাগ। জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা গোপাল চন্দ্র সরকার জানান, জেলার ১২ উপজেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে (জেএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয় ৪ হাজার ২৫ জন শিক্ষার্থী। পাস করেছে ৩৮ হাজার ৯০৮ জন। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৮ হাজার ১৫২ জন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া : জেএসসি পরীক্ষায় জিপিএ শীর্ষে রয়েছে অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়। এ বিদ্যালয়ের পাসের হার শতভাগ। এ বিদ্যালয় থেকে ৩৩৪ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়। তাদের সবাই পাস করেছে। জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৩৭ জন। মডেল গার্লস গভ: হাই স্কুলের পাসের হার শতভাগ।

হাজীগঞ্জে (চাঁদপুর) : জেএসসি ও জেডিসিতে ২২৬ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। তার মধ্যে হাজীগঞ্জ পাইলট হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ ৬৬ জন, হাজীগঞ্জ পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ২৩ জন, বলাখাল চচন্দ্রবান স্কুলে ১৭ জন, আল কাউচার স্কুলে ১১ জন। জেডিসিতে হাজীগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাসা ১৮ সহ উপজেলায় ৩১ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে।

জুড়ী (মৌলভীবাজার): জুড়ীতে জেএসসি পরীক্ষায় ২২৭২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১২২টি জিপিএ-৫ সহ ২২২২ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। পাসের হার ৯৭.৯৯ এবং জেডিসিতে ৪৬০ জনের মধ্যে ৬টি জিপিএ-৫ সহ ৪০০ জন উত্তীর্ণ হয়। পাসের হার ৮৬.৯৫। অপরদিকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে ৩৮১৫ জনের মধ্যে ১১৮টি জিপিএ-৫ সহ ৩৬৩৫ জন উত্তীর্ণ হয়।

ঈশ্বরগঞ্জ (ময়মনসিংহ) : ঈশ্বরগঞ্জে জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে ৮৬৪ জন। প্রকাশিত ফলাফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৭৬ বিদ্যালয় থেকে ৭ হাজার ৭৮০ জন পরীক্ষার্থীর মাঝে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫০৮ জন। পাসের হার ৯৫.১৮। জেএসসি পরীক্ষায় ৩২টি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ৫৭২০ জন পরীক্ষার্থীর মাঝে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩৫১ জন। জেডিসি পরীক্ষায় ২৩টি মদ্রাসার ১৪৭০ জন পরীক্ষার্থীর মাঝে জিপিএ-৫ পেয়েছে মাত্র ৫ জন।

রাজশাহী ব্যুরো : রাজশাহী জেলায় প্রাথমিক পরীক্ষায় পাসের হার ৯৩ দশমিক ৮৫ শতাংশ। আর ইবতেদায়ী সমাপনীতে ৯৬ দশমিক ৩৬। জেলায় এক হাজার ৫৫১ প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ২২৭টি ইবতেদায়ী মাদ্রাসা থেকে অংশ নেয় পরীক্ষার্থীরা। রাজশাহী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নফীসা বেগম এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, জেলায় প্রাথমিক সমাপনীতে ৪৩ হাজার ৯৯৩ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। অন্যদিকে, ইবতেদায়ী সমাপনীতে জেলায় ৩ হাজার ৫৯৪ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দফতর জানিয়েছে, পাসের হারে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে জেলায় শীর্ষে রয়েছে মোহনপুর উপজেলা। অন্যদিকে, ইবতেদায়ী সমাপনীতে জেলার গোদাগাড়ীতে পাসের হার ৮৮ দশমিক ৩১, চারঘাটে ৯৯ দশমিক ১৬, তানোরে ১০০, দুর্গাপুরে ৮১ দশমিক ৪২, পুঠিয়ায় ১০০, পবায় ৯৯ দশমিক ৮২, বাগমারায় ৯৭ দশমিক ৪১. বাঘায় ৯৬ দশমিক ৫৯, বোয়ালিয়ায় ১০০ ও মোহনপুরে ৯৯ দশমিক ৫৯ শতাংশ।

সারা দেশে নেচেগেয়ে আনন্দ উদ্‌যাপন

রাজারহাট (কুড়িগ্রাম) : এবতেদায়ীতে পাসের হার শতভাগ। প্রাথমিকে পাসের হার ৯০.৮৯%। প্রাথমিকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৭৯ জন। এবতেদায়ীতে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১২ জন। জেএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৩১ জন। জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৩ জন।

গুরুদাসপুর (নাটোর) : উপজেলার ৪৫টি প্রতিষ্ঠান থেকে এবার জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষায় ২১৪ শিক্ষার্থী এ প্লাস পেয়েছে। নাজিরপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ৪২ জন এ প্লাস পেয়ে উপজেলার সেরা হয়েছে। দ্বিতীয় নাজিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজ। এ প্লাস পেয়েছে ৩৩ জন। সোনাবাজু উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ৫২ জন, নওপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ৮২ জন এবং চাপিলা উচ্চ বিদ্যালয় ৮৭ জনের মধ্যে শতভাগ পাস করেছে।

সিংড়া (নাটোর) : সিংড়ায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় উপজেলায় মোট জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫১০ জন। শিক্ষা অফিস সূত্রে জানায়, উপজেলায় প্রাথমিক পরীক্ষায় ৫৮৩৭ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ৫৫৯৭ জন। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫১০ জন।

ভোলা : ভোলা জেলায় ২৭৩টি স্কুলের মধ্যে জিপিএ ৫ পেয়েছে ১৩৮৬ জন। এর মধ্যে মেয়ের সংখ্যা ৭৬৫, ছেলের সংখ্যা ৬২২। অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী ছিল পাস করেছে ১৮৬২৯, পাসের হার ৯৭ দশমিক ৯৮। সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার নুরুল্লাহ্ সিদ্দিকী জানান, জেলায় শতভাগ পাস করেছে ১৫৯টি স্কুল। অপর দিকে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার নিখিল চন্দ্র হালদার জানান, প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় জেলায় অংশ নেয় ৩৮৬৬৮ জন, পাস করে ৩৫৩৭১ জন পরীক্ষার্থী। পাসের হার ৯৬ দশমিক ৭২। জিপিএ ৫ এর সংখ্যা ৯৩৫।

উল্লাপাড়া (সিরাজগঞ্জ) : সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া মোমেনা আলী বিজ্ঞান স্কুল জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় শতভাগ পাসসহ ২৮২ শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ পেয়েছে। এছাড়া সুজা দাখিল মাদ্রাসা, খোদ্দগজাইল মাদ্রাসা, বলাইসিমলা মাদ্রাসা ও পশ্চিমবামনগ্রাম দাখিল মাদ্রাসা থেকে শতভাগ শিক্ষার্থী পাস করেছে।

দৌলতখান : প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী সমাপনীতে ৯৮০ জন পরীক্ষার্থী জিপিএ-৫ অর্জন করেছে। দৌলতখান মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৭ জন জিপিএ-৫ পেয়ে উপজেলায় ফলাফলে শীর্ষে রয়েছে।

দিনাজপুর : দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের ২০১৭ সালের জেএসসি পরীক্ষার ফলাফল পরিসংখ্যানে দেখা যায়, জেলাভিত্তিক সাফল্যের শীর্ষে রয়েছে গাইবান্ধা জেলা। এ জেলার পাসের হার ৯২ দশমিক ৯০। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩ হাজার ৪৫৪ জন। রংপুর জেলার পাসের হার ৯২ দশমিক ৮৯। জিপিএ-৫ পেয়েছে সর্বাধিক ৫ হাজার ৪১৮ জন। কুড়িগ্রাম জেলার পাসের হার ৯০ দশমিক ১৭। জিপিএ-৫ পেয়েছে ২ হাজার ১৪৬ জন। ঠাকুরগাঁও জেলার পাসের হার ৮৭ দশমিক ৮১। জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ হাজার ৬০৫ জন। নীলফামারী জেলার পাসের হার ৮৬ দশমিক ০৩। ১ হাজার ৯৩৫ জন জিপিএ-৫ পেয়েছেন। পঞ্চগড় জেলার পাসের হার ৮৫ দশমিক ৪৩। জিপিএ-৫ পাওয়া পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৮২০ জন। দিনাজপুর জেলার পাসের হার ৮৪ দশমিক ৭৭। ৩ হাজার ৮০৬ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। লালমনিরহাট জেলার পাসের হার ৮৪ দশমিক ৪২।

বাবুগঞ্জ (বরিশাল) : প্রতিবছরের মতো এবারও জেএসসি পরীক্ষায় বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের অধীনে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে বাবুগঞ্জস্থ বরিশাল ক্যাডেট কলেজ। ৫৪ জন জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ৫৪ ক্যাডেটই জিপিএ-৫ অর্জন করেছেন।

লালমোহন (ভোলা) : জিপিএ-৫ পেয়ে ভোলায় শীর্ষস্থান অর্জন করেছে লালমোহন হা-মীম রেসি: স্কুল অ্যান্ড কলেজ। এ প্রতিষ্ঠান থেকে ৮৪ জন পরীক্ষা দিয়ে ৫০ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। অন্যদিকে লালমোহন মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ১৪৯ জন পরীক্ষা দিয়ে ২১ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে।